৫১০৪৪

মার্চ-এপ্রিল ২০২৬, ফাল্গুন-বৈশাখ ১৪৩২-৩৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

বিসিআইয়ের কর্পোরেট সদস্যপদ অর্জন

বিসিআইয়ের সদস্যপদ প্রাপ্তির সনদপত্র হাতে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংক বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান (BCP) ২০১৫-এর উন্নত সংস্করণ 'BCP Version 2.0' প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্যোগের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থা Business Continuity Institute (BCI)-এর কর্পোরেট সদস্যপদ অর্জন করে। সদস্যপদটি ১৭ মার্চ ২০২৬ থেকে কার্যকর হয় এবং এ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আনুষ্ঠানিক সনদ প্রদান করা হয়। BCI-এর মতো একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থার সাথে সম্পৃক্ততা বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভবিষ্যতে এই সদস্যপদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের শক্তিশালী সুযোগ সৃষ্টি হবে।

BCI-এর সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক Business Continuity Management ও Organizational Resilience সংক্রান্ত সর্বাধুনিক জ্ঞান, গাইডলাইন, টুলস এবং আন্তর্জাতিক বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহে সরাসরি প্রবেশাধিকার লাভ করবে। এর ফলে 'BCP Version 2.0' প্রণয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণ করা আরও সহজ ও কার্যকর হবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন, সেমিনার, গবেষণা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাবেন, যা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সুপরিচিত আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় দশ হাজার পেশাজীবী BCI-এর সাথে সম্পৃক্ত এবং এর বেস্ট প্র্যাকটিস অনুসরণ করে থাকে, যা এটিকে একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত BCI একটি বিশ্বস্বীকৃত সংস্থা, যা Business Continuity Management, Operational Resilience এবং Crisis Management বিষয়ে বৈশ্বিক মানদণ্ড নির্ধারণ, গবেষণা পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  কাকলী জাহান আহ্‌মেদ
- **সম্পাদক ও প্রকাশক**
  সাঈদা খানম
- **বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য**
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
- **প্রচ্ছদ**
  তারিক আজিজ

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : aziza.begum@bb.org.bd

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবার ব্যাংক চত্বরের রক্তধারা শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আয়োজনে ২৬ মার্চ ২০২৬ তারিখে ব্যাংক চত্বরে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট প্রধান ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন। নির্বাহী পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ডেপুটি গভর্নর ও অন্য অতিথিরা র‍্যালিতে অংশ নেন

সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ডেপুটি গভর্নর, বিএফআইইউ প্রধান এবং নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবার ব্যাংক চত্বরের 'রক্তধারা' শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। এছাড়া, অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, হলুদ দল, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ, সবুজ দল, জিয়া পরিষদ, নীল দল, বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয়তাবাদী কর্মচারী সমিতি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। পরে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে ব্যাংক চত্বরে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

মানি মার্কেটে লেনদেনভিত্তিক রেফারেন্স রেট যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে মানি মার্কেটে লেনদেনভিত্তিক রেফারেন্সে রেট বিষয়ে একটি প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে দেশের বিভিন্ন ধরনের ঋণচুক্তি, বন্ড, ফ্লোটিং রেটভিত্তিক প্রোডাক্ট (যেমন-ডেরিভেটিভস) ও অন্যান্য আর্থিক চুক্তিতে সুদের হার নির্ধারণে প্রাথমিক নির্দেশক (Price Indicator) হিসেবে ব্যবহার উপযোগী, নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য বেঞ্চমার্ক রেট নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রকৃত লেনদেনের ভিত্তিতে প্রতি কার্যদিবসে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দু'টি মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট প্রকাশ করা হয়।

দেশের মানি মার্কেটে প্রকাশিত রেফারেন্স দুটির নাম (১) রিস্ক ফ্রি মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট হিসেবে Bangladesh Overnight Financing Rate (BOFR) এবং (২) আনসিকিউরড মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট হিসেবে Dhaka Overnight Money Market Rate (DOMMR)।

প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন পরিচালক ইস্তেকমাল হোসেন

(৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, রক্তদান কর্মসূচি ও ফ্রি প্রিভেন্টিভ হেলথ চেকআপ কর্মসূচি

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে আলোচনা সভা এবং ব্যাংক চত্বরে দিনব্যাপী রক্তদান কর্মসূচি ও ফ্রি প্রিভেন্টিভ হেলথ চেকআপ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জিয়া পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল লতিফ। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক নির্বাহী পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমিটির সদস্য সচিব অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল লতিফ বক্তব্য রাখছেন

আলোচনা সভার প্রধান আলোচক অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল লতিফ বলেন, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে অনন্য এবং গৌরবময় দিন। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সকল ঝুঁকি উপেক্ষা করে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি শুধু ঘোষণাই দেননি, সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব। প্রধান আলোচক আরও বলেন, আমাদের সকলের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ও দেশপ্রেম সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে। তবেই স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে স্বীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস আমাদের জীবনে এক অর্থবহ দিন। তিনি বলেন, নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানাতে হবে। তিনি তার বক্তব্যে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ব স্ব জায়গা থেকে ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, মানুষ সর্বদাই স্বাধীনতাকামী। স্বাধীনতাকে আটকে রাখা যায় না, চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েই যায়। বহু আন্দোলন, ত্যাগ, প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা ও স্বাধীন দেশ পেয়েছি। দেশ গঠনে আমরা সততা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে কাজ করব। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে আপামর জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে বাঙালিরা স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই, মহান স্বাধীনতার মর্ম আমাদের হৃদয়ে সবসময় ধারণ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামান বলেন, এই আয়োজন আমাদের ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা। স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার হিসেবে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন এবং অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। এছাড়াও মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, Probe Bangladesh Ltd. ও বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি (বিটিএস) এর আয়োজনে ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ব্যাংক প্রাঙ্গনে দিনব্যাপী রক্তদান কর্মসূচি ও ফ্রি প্রিভেন্টিভ হেলথ চেকআপ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ব্যাংক চত্বরে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়

মানি মার্কেটে লেনদেনভিত্তিক রেফারেন্স রেট যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ

(৩ পৃষ্ঠার পর)

বাজারের বাস্তব পরিস্থিতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে প্রকৃত আন্তঃব্যাংক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ রেটসমূহ নির্ধারণপূর্বক প্রকাশ করা হবে। ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ইস্তেকমাল হোসেন এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি জানান, এতে বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে সুদের হারের একটি নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড তৈরি হবে; যা বাজারে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আধুনিক রেফারেন্স রেট কাঠামো গড়ে উঠার মাধ্যমে দেশের আর্থিক বাজারের গভীরতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে।

১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ হতে প্রতি কার্যদিবসে উল্লিখিত রেট দু'টি হিসাবায়নপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। রেফারেন্স রেট দু'টির হিসাবায়ন পদ্ধতি (Methodology) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশু-কিশোরদের সাথে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরীসহ নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ২য় সংলগ্নী ভবনের ব্যাংকিং হলে ৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক নির্বাহী পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমিটির সদস্য সচিব অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহমেদও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানানোর জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর এই আয়োজন করে থাকে। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় বড় কথা নয় অংশগ্রহণই মূল বিষয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ শিশু-কিশোরদের মননের বিকাশে সহায়ক হবে।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, এই আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস-ঐতিহ্য আমাদের শিশু কিশোররা হৃদয়ে ধারণ করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অন্তরে লালন করে প্রত্যেকে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ডেপুটি গভর্নর ও অন্য অতিথিগণ প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন

সভাপতির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় '২৬ মার্চ ও স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট বিষয়' সম্পর্কিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি ক্যাটাগরিতে শিশু-কিশোররা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শূন্য থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত 'A' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে যথাক্রমে সমৃদ্ধি রায় তিয়াশা, তাজমিন ওয়ারিয়া এবং ইনারা সাফরিন হোসাইন। ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত 'B' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে যথাক্রমে তাইয়েবা জান্নাতি সাফি, তাসনিম জারিন সাইফা এবং ইলহাম মাহজাবিন মিনহা। ৭ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত 'C' গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে যথাক্রমে ইফফাত জাহান, আরশিয়া জাহান লুমিয়া এবং মুনতাহা মাহজাবিন মানহা। প্রধান অতিথিবৃন্দ প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া সকল শিশু-কিশোরদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিচারকের ভূমিকা পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ফকির এবং রামপুরা ইকরামুন্নেছা গার্লস হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক অমলেন্দু মন্ডল বিরাজ।

‘CIBRR-1 Socio-Economic Development Sukuk’ এর নিলাম অনুষ্ঠিত

নিলাম অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ড. কবির আহম্মদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন

‘পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (CIBRR-1)’ [Construction of Important Bridges on Rural Roads(1st Revised)] প্রকল্প নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য সাত বছর মেয়াদি ৮ম ‘বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক’ ‘CIBRR-1 Socio-Economic Development Sukuk’ সুকুক ইস্যুর সিদ্ধান্ত হয়। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে প্রণীত প্রসপেক্টাস ও শরিয়াহ্ ঘোষণাপত্র ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীন গঠিত শরিয়াহ্ এডভাইজরি কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। আলোচ্য সুকুকের অকশন আগামী ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সফটওয়্যার Shariah Securities Module (SSM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রসপেক্টাস অনুযায়ী অকশনের মাধ্যমে ৫,৯০০ কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের (Face Value) সুকুক ইজারা পদ্ধতিতে ইস্যু করা হয় যার মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ১৪ এপ্রিল ২০৩৩। এ সুকুকে বিনিয়োগের বিপরীতে বিনিয়োগকারীদেরকে সাত বছরে ভাড়া বাবদ সর্বমোট ৪,২৯৫.২০ কোটি টাকা যা বার্ষিক ১০.৪০% হিসেবে ষান্মাষিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চলতি/আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব রয়েছে এরূপ সকল ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি সরাসরি নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে জানানো হয়। এছাড়া, দেশি-বিদেশি ব্যক্তিপর্যায়ের বিনিয়োগকারীসহ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, বীমা কোম্পানি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ফান্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চলতি/আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব রয়েছে এরূপ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণ করেন।

কর্পোরেট গভর্ন্যান্স এবং মিডিয়া কমিউনিকেশন্স শীর্ষক সেশন আয়োজন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা অফিসসমূহের সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালকদের জন্য Corporate Governance and Media Communication শীর্ষক একটি সেশন ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত এ সেশনে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সশরীরে এবং শাখা অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন। নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্মেদের সভাপতিত্বে সেশনটি পরিচালনা করেন জীশান কিংশুক হক। এসময় ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের পরিচালক সাঈদা খানমসহ অন্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেশনে জীশান কিংশুক হক প্রতিষ্ঠানের সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কমিউনিকেশনের ভূমিকা এবং সংকটকালীন সময়ে মিডিয়া কমিউনিকেশনকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। সেশনে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মার্জিয়া শরমিন আলোচ্য সেশনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। চট্টগ্রাম অফিসের সহকারী পরিচালক রিপন ধর বলেন, মিডিয়া এনগেজমেন্টের মাধ্যমে আরও সহজেই যেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যগুলো সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছানো যায় এ জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

সেশনের সভাপতি নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্মেদ, রিসোর্স পারসন ও অংশগ্রহণকারীগণ

সমাপনী বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহ্মেদ বলেন, আগামী দিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কমিউনিকেশন্স হবে স্বচ্ছ, যুগোপযোগী ও জনবান্ধব।

ডব্লিউএফআইডি ড্যাশবোর্ড: নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন মাইল ফলক

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট (এনএইউ) এর উদ্যোগে এবং সুইজল্যান্ডভিত্তিক কনসাল্টিং ফার্ম Consumer Centrix (CCX) এর কারিগরি সহযোগিতায় WFID Dashboard এর বর্ধিত সংস্করণ (https://www.wfidbb.org.bd/) উদ্বোধন করা হয়।

এনএইউয়ের পরিচালক শায়েমা ইসলামের সভাপতিত্বে ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে রাজধানীর স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান WFID Dashboard এর বর্ধিত সংস্করণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, এমএফএস প্রোভাইডার, পুঁজি বাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

বীমা খাতের তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আইডিআরএর নির্বাহী পরিচালক ও যুগ্মসচিব মোহাম্মদ খালেদ হোসেন। পুঁজি বাজারের তথ্য বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিএসইসির পরিচালক শেখ মাহবুব উর রহমান। ড্যাশবোর্ডটি আর্থিক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরার মাধ্যমে নারীদের জন্য বিশেষায়িত আর্থিক পণ্য তৈরি করে আরও অধিক সংখ্যক নারীদের আনুষ্ঠানিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে বক্তাগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'From Data to Action' শীর্ষক প্যানেল আলোচনা। CCX এর পার্টনার Anna Gincherman এর সঞ্চালনায় এতে অংশ নেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন, বিএসইসির পরিচালক শেখ মাহবুব উর রহমান, মেটলাইফ বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট রাসনা হাসান এবং সিটি ব্যাংক পিএলসির ভাইস প্রেসিডেন্ট চন্দন নাগ।

এনএইউ এর অতিরিক্ত পরিচালক শাহানা ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচকদের একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্ব পরিচালিত হয়। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে যাত্রা শুরু করা এই ড্যাশবোর্ডটিতে এতদিন মূলত ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে নারীদের অংশগ্রহণের Gender-disaggregated উপাত্ত নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়ে আসছিল। আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপূর্ণ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে এবার WFID Dashboard এ পুঁজিবাজার ও বীমা খাত সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যুক্ত করা হয়েছে।

বদলি উপলক্ষে বিদায় অনুষ্ঠান

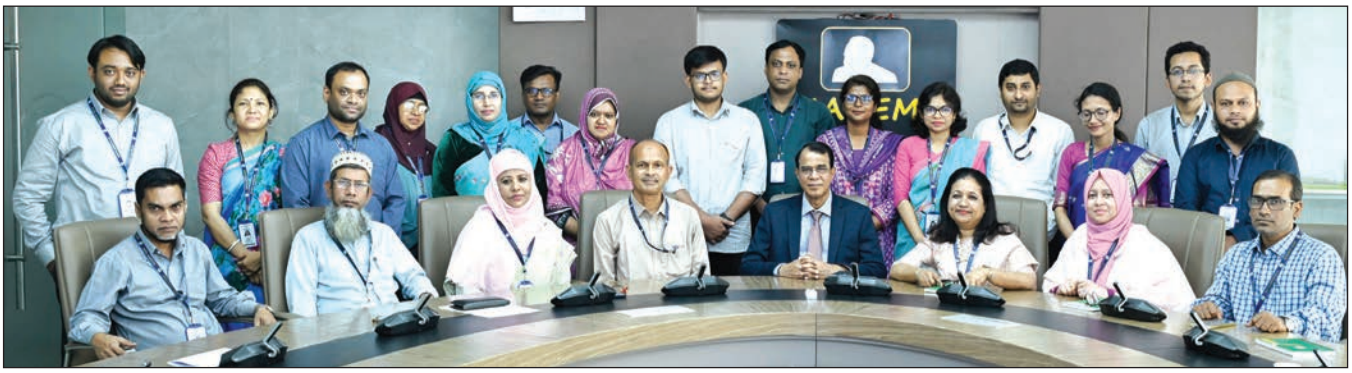

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহমেদ, পরিচালক ও অন্য কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ সেলিম আহমদের বগুড়া অফিসে বদলি উপলক্ষে বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্যোগে ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রধান ভবনের কাজেমি সেন্টারে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক কাকলী জাহান আহমেদ। অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিচালকের কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করে তার সাফল্যময় কর্মজীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।

বিদায়ী অতিথি তার কর্মজীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথির পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিকে ফুল ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসের ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তিনি ১৯৯৪ সালে সহকারী পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেনদেনিং প্রজেক্ট, চিফ ইকনোমিস্টস্ ইউনিট এবং গভর্নর সচিবালয়ের পলিসি সাপোর্ট উইংয়ে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিআইবিএম ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে ডেপুটেশনে কর্মরত ছিলেন।

মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে সম্মানসহ এম.এস.এস. এবং বিআইবিএম হতে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার এপ্লিকেশন প্রোগাম ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন ইন্সটিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মনিটারি পলিসি বিষয়ে নিয়মিত কোর্স পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের পরিচালক রথীন কুমার পাল ৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তিনি ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টসহ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক ও এডিবি অর্থায়িত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত একাধিক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক ও বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত আইপিএফএফ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

রথীন কুমার পাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ হতে বি.কম (সম্মান) সহ এম.কম (ফাইন্যান্স) এবং পরবর্তীতে এম.বি.এ (ফাইন্যান্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত উৎকর্ষতার জন্য তিনি থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি) হতে প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল অব ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর যৌথ উদ্যোগে সার্টিফাইড এক্সপার্ট ইন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, তিনি ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) হতে ডিএআইবিবি এবং বিআইবিএম হতে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেন। এছাড়া, উত্তম কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ২০২০' লাভ করেন।

দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মাহমুদুন নবী ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। মাহমুদুন নবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি বিআইবিএম থেকে ২০০৩ এ এমবিএম সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ ও ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল জেলার সদর উপজেলার শোলনা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে অফিসার হিসেবে এবং ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। ড. ইসমাইল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি থাইল্যান্ডের Asian Institute of Technology হতে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ে প্রফেশনাল মাস্টার্স এবং চীন সরকারের MOFCOM স্কলারশিপ এর আওতায় চায়নার Wuhan এর Huazhong University of Science & Technology হতে Economics এ PhD ডিগ্রি অর্জন করেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ, DBI- 1, Foreign Exchange Inspection & Vigilance Department, Financial Integrity & Customer Services Department, BRPD Ges Foreign Direct Investment Promotion Project এ দায়িত্ব পালন করেছেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি পুরান ঢাকার হাজারীবাগের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন ও অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ)-এর উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে একাডেমির এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে Contemporary Challenges and Effective Measures in the Banking Sector of Bangladesh শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম। বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়ার স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি দেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ ধরনের জ্ঞানবিনিময়মূলক আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার দেশের ব্যাংকিং খাতের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহ, বিশেষত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, নীতি সুদহার নির্ধারণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। তিনি ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম ও অনৈতিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার বার্তা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। পাশাপাশি এসএমই, ক্রেডিট গ্যারান্টি ও উৎপাদনমুখী খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাংকারদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। তার প্রবন্ধে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সার্বিক অবস্থা, অন্তর্নিহিত ঝুঁকি, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার, সংস্কার বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। তিনি ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের পুনঃতফসিলের সুযোগ, তদারকি ও মনিটরিংয়ের ঘাটতি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (ব্যাসেল-৩) পূরণে ব্যর্থতাকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেন। এছাড়া দ্বৈত প্রশাসনিক প্রভাবের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার বিষয়টিকে কার্যকর নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে তুলে ধরেন।

পরবর্তীতে প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (বিআরপিডি-২) মোঃ আলাউদ্দিন, বিআইবিএমের অধ্যাপক ড. প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জী, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মাশরুর আরেফিন। আলোচকবৃন্দ ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন, সুশাসন জোরদার এবং বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষত নন-পারফর্মিং লোন (এনপিএল) হ্রাসের লক্ষ্যে এসএমই, মাইক্রোফাইন্যান্স ও কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৃহৎ ও কর্পোরেট ঋণ প্রদানে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে প্যানেল আলোচকবৃন্দ উত্তর প্রদান করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ, একাডেমির অনুষদ সদস্য এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ইএলসির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে সম্প্রতি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সভাপতি ও পরিচালক শাকিল এজাজের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় এডভাইজরি কমিটি, নির্বাহী কমিটি এবং অডিট অ্যান্ড কমপ্ল্যায়েন্স কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।

এডভাইজরি কমিটির দায়িত্বে থাকছেন- মোঃ আশরাফুল আলম, নির্বাহী পরিচালক – চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন- নির্বাহী পরিচালক মোঃ সারওয়ার হোসেন ও শামসুল আরেফীন, মোঃ এনামুল করিম খান ও পরিচালক শাকিল এজাজ।

নির্বাহী কমিটির দায়িত্বে আছেন- মোঃ নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক– সভাপতি, সহ-সভাপতি হিসেবে আছেন- অতিরিক্ত পরিচালক বীরেন্দ্র চন্দ্র দাস। সাধারণ সম্পাদক- অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ রুবেল ইসলাম। মোঃ মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক – নির্বাহী সদস্য (এডমিন), ফাতিমা খাতুন, যুগ্ম পরিচালক – নির্বাহী সদস্য (নলেজ ম্যানেজমেন্ট), মোঃ আব্দুল কাদির, যুগ্ম পরিচালক – নির্বাহী সদস্য (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট), নাবিলা আরেফিন, যুগ্ম পরিচালক – নির্বাহী সদস্য (পাবলিক রিলেশনস), হাবিবুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক – নির্বাহী সদস্য (ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট), উম্মে লাইলাতুল ফেরদৌসী লিসা, সহকারী পরিচালক – নির্বাহী সদস্য (জেনারেল), মোঃ মাসুদ রানা, উপপরিচালক – কোষাধ্যক্ষ ও মোঃ আব্দুল মান্নান (জিহাদ), উপসহকারী পরিচালক (আইসিটি অপারেশন) – সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মস।

অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটিতে থাকছেন- রায়হানা ওয়াজেদ রুমা, যুগ্ম পরিচালক – প্রধান, অডিট অ্যান্ড কমপ্ল্যায়েন্স, মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক – সদস্য (ফাইন্যান্স) ও মোঃ মাহমুদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক – সদস্য (অপারেশনস)।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিতকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত অভিভাবকবৃন্দের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে প্রথমবারের মতো আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের প্রায় ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। আয়োজনের শুরুতে পরিচালক (এফএসএসপিডি) লিজা ফাহমিদা আয়োজনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করেন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কল্যাণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্মিলিতভাবে দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সবার মতামত প্রত্যাশা করেন।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

আয়োজনের শুরুতে অতিরিক্ত পরিচালক সোহেল সাকলায়েন পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ২৪০ মিলিয়ন মানুষ নানা প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত যার মধ্যে প্রতি দশজনে একজন শিশু অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের আওতায় রয়েছে। সোহেল সাকলায়েন বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অভিভাবকবৃন্দ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কী কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেন। উক্ত রূপরেখায় একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের ধারণা উপস্থাপন করা হয় যেখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সার্বিক সেবাদান তথা স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় পরিচালক (এইচআরডি-২) নাসিমা সুলতানা, বাংলাদেশ ব্যাংকের কল্যাণ শাখার অধীন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন এবং আরও কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে সবার পরামর্শ আহ্বান করেন।

আলোচনায় আরও অংশ নেন পরিচালক (ডিএমডি) ইস্তেকমাল হোসেন, পরিচালক (স্ট্রেয়াপ) গৌতম কুমার ঘোষসহ উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য পরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ আলোচনায় উঠে আসে যা নিম্নরূপ :

১. প্রাথমিক সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন
২. উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা
   - বিশেষ শিক্ষা (Special Education)
   - ইনক্লুসিভ শিক্ষা (সাধারণ স্কুলে সহায়ক ব্যবস্থা সহ)
৩. থেরাপি ও দক্ষতা উন্নয়ন

শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন থেরাপি যা শিশুকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। যেমন-

- স্পিচ থেরাপি (কথা বলার দক্ষতা)
- অকুপেশনাল থেরাপি (দৈনন্দিন কাজ শেখা)
- বিহেভিয়ার থেরাপি (আচরণ উন্নয়ন)

৪. অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা ও অভিভাবকের নিজের মানসিক যত্ন নেওয়া।

এসকল বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান সুবিধার বাইরে একটি স্থায়ী তহবিল গঠনসহ ডে কেয়ার সেন্টারে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা, আলাদা বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন ও মেডিকেল সেন্টারে থেরাপিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া সবার সম্মিলিত উদ্যোগে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ভিবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিভাবকদের নিয়মিত যোগাযোগের জন্য একটি ফোরাম গঠনের পরিকল্পনা করা হয়।

কারেন্ট গ্লোবাল সিনারিও

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের English Language Club (ELC) সম্প্রতি Economic Impact of Rare Earth Element : Current Global Scenario শীর্ষক একটি অভিজ্ঞতা-বিনিময় সেশন আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন, দ্বিতীয় পর্বে প্যানেল আলোচনা এবং শেষ পর্বে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সেশনের শুরুতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক খালেদ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন।

সেশনের দ্বিতীয় পর্বে ড. মোঃ রুবেল ইসলামের সঞ্চালনায় প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্যানেলিস্ট হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ তারেক কিবরিয়া এবং এস. কে. মুকিতুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন।

ইএলসির বিশেষ সেশনে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোচনায় বক্তাগণ Rare Earth Elements-এর বৈশ্বিক অর্থনীতি, শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ওপর এর বহুমাত্রিক প্রভাব নিয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

শেষ পর্বে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

পোর্টফোলিও ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা সম্পর্কিত কর্মশালা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন। এসময় উপস্থিত অন্য কর্মকর্তবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীগণ

দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (CMSME) উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান গ্যারান্টি সুবিধা সহজীকরণ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্ট (সিজিডি) এর উদ্যোগে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে পোর্টফোলিও ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা বিষয়ক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মুহাম্মদ নাজমুল হকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটি গভর্নর আন্তর্জাতিকভাবে Risk Sharing পদ্ধতি হিসেবে ক্রেডিট গ্যারান্টির মাধ্যমে জামানতবিহীন CMSME খাত এবং নতুন উদ্যোগ হিসেবে স্টার্ট-আপ; এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা গ্যারান্টি প্রক্রিয়া সহজীকরণের অংশ হিসেবে বর্তমানে সংযোজিত পোর্টফোলিও গ্যারান্টির বিষয়ে আলোকপাত করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া দেশে কার্যরত ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে আগত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালায় সিজিডির অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ ইমাম হোসেন ও যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ তানজিল হোসেন পলক বিভাগের জারিকৃত CGD Circular No. 01/2025 এর আলোকে পোর্টফোলিও ক্রেডিট গ্যারান্টি ইস্যু প্রক্রিয়া, পলিসি, গ্যারান্টি দাবি নিষ্পত্তি, রিপোর্টিং ইত্যাদি বিষয়ে দুইটি সেশনের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সিজিডির পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ৫৫টি ব্যাংক ও ২২টি ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং সিজিডির কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালিত হয় যার।

কর্মশালাটি পরিচালনা ও সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সিজিডির অতিরিক্ত পরিচালক জোবায়দা আফরোজ এবং সমন্বয়ক ছিলেন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক স. ম. হাদিউজ্জামান।

এফডিআইপিপির উদ্যোগে সেমিনার

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের Foreign Direct Investment Promotion Project (FDIPP) শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে ১৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কক্সবাজারের স্থানীয় একটি হোটেলে প্রমোশনাল সেমিনার ও এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক প্রদীপ রঞ্জন দেবনাথ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালকসহ কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং কক্সবাজার ওমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রকল্পের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পিএফআইয়ের কর্মকর্তা, ঋণগ্রহীতা গ্রাহকবৃন্দ (End-borrower), জাপানে সম্ভাব্য রপ্তানিকারকগণ এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা ও অন্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা বলেন, এই প্রকল্পটি জাপানে রপ্তানি বাজারের পরিসর বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, প্রকল্পটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত। প্রথম সেশনে অতিরিক্ত পরিচালক ও এফডিআইপিপির উপ-প্রকল্প পরিচালক কামরুল ইসলাম এফডিআইপিপির কর্মপরিধি এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন। পরবর্তী সেশনে প্রকল্পের উপপরিচালক ও প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ অলিউল্লাহ ভূঁইয়া প্রকল্প হতে অর্থায়ন আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি ও প্রকল্প পরিচালক প্রদীপ রঞ্জন দেবনাথ স্বাগত বক্তব্যে সেমিনারের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি জানান, ৫৩০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মেয়াদ ২০৫৫ সাল পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে অবস্থিত বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (BSEZ)-এ জাপানি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয় এবং পাশাপাশি বাংলাদেশি যে সকল প্রতিষ্ঠানের জাপানে বছরে এক লাখ মার্কিন ডলার পরিমাণ রপ্তানি রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

রাজশাহী অফিস

অগ্নি নিরাপত্তা ও উদ্ধার কাজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়া

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'অগ্নি নিরাপত্তা ও উদ্ধার কাজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মহড়া' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহীর সহযোগিতায় ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন।

নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন বক্তব্য রাখছেন

পরিচালক রথীন কুমার পাল, কানিজ ফাতেমা ও মোঃ নাজিম উদ্দিনসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণ ও মহড়ার উদ্বোধন করেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণ এবং মহড়া পরিচালনা করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহীর অভিজ্ঞ প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রশিক্ষণ সেশনে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাব্য কারণ, অগ্নি প্রতিরোধের উপায়, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার এবং জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদে ভবন ত্যাগ করার কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া, মহড়ার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাস্তব দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এ অফিসের সহকারী পরিচালক মোঃ ময়নুল ইসলাম।

গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

কর্মশালায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) আমজাদ হোসেন খাঁন ও অংশগ্রহণকারী

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ২৮-২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ 'Workshop on Government Securities: A Gateway to Secure Investment' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) আমজাদ হোসেন খাঁন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক কানিজ ফাতেমা। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন, পরিচালক ইস্তেকমাল হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের পরিচালক রথীন কুমার পাল ও মোঃ নাজিম উদ্দিন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) আমজাদ হোসেন খাঁন বলেন, বাংলাদেশ সরকারের ADP বাস্তবায়নের জন্য অর্থের যোগানের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হলো সরকারি বন্ড/সিকিউরিটিজ। এক সময় এই বিনিয়োগ শুধু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ করতে পারলেও বর্তমানে এ খাতে সাধারণ জনগণের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) আমজাদ হোসেন খাঁন ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য জনগণকে উৎসাহিতকরণে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন ও পরিচালক (ডিএমডি) ইস্তেকমাল হোসেন উভয়ই সরকারের বাজেট সংস্থানের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে সরকারি বন্ড/সিকিউরিটিজের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কর্মশালার সভাপতি পরিচালক কানিজ ফাতেমা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ চালুর ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, সরকারের ঘাটতি বাজেট পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে যেমন গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ বিবেচিত হয় তেমনি সরকারের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের একটি খাত হিসেবেও গণ্য করা হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিস ও তফসিলি ব্যাংকের মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার সেশনসমূহ পরিচালনা করেন প্রধান কার্যালয় হতে আগত রিসোর্স পার্সনগণ। কর্মশালায় স্থানীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক মোঃ আসলাম হোসেন। ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রংপুর অফিস

রংপুর অফিসে ডেপুটি গভর্নরের আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা

ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমানের বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে আগমন উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পক্ষ হতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রংপুর অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহ্মুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। এছাড়া অনুষ্ঠানে পিআরএল ভোগরত নির্বাহী পরিচালক ড. সায়েরা ইউনূস, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসেরসহ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের অফিসের পক্ষ হতে ফুল, সম্মাননা স্মারক ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়। এসময় রংপুর অফিসের পরিচালক (প্রশাসন) মাসুমা সুলতানা, পরিচালক মোঃ দেওয়ান সিরাজ ও পরিচালক মোঃ এমদাদুল হকসহ অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর অফিসের পক্ষ থেকে ডেপুটি গভর্নরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

মুদ্রানীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা

২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২য় ষান্মাসিকের মুদ্রানীতি প্রণয়ন বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসেরসহ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রংপুর অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলী মাহ্মুদ, পরিচালক মাসুমা সুলতানা, মোঃ দেওয়ান সিরাজ ও মোঃ এমদাদুল হকসহ অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় রংপুর অঞ্চলের সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি, থিংক ট্যাংক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং অন্যান্য অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি দু'টি দিক বিবেচনা করে আসন্ন মুদ্রানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে উপস্থিত অংশীজনদের পরামর্শ ও মতামত আহ্বান করেন। সভায় আলোচিত পরামর্শ ও মতামত মুদ্রানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে বলে ডেপুটি গভর্নর উল্লেখ করেন। মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদ সালাহ্উদ্দিন নাসের প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২য় ষান্মাসিকের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতি প্রণয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অংশীজনদের পক্ষে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ড. মোঃ আবুল হোসেন মণ্ডল, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মোর্শেদ হোসাইন, দি রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি এমদাদুল হোসেন, চ্যানেল আইয়ের রংপুর জেলা প্রতিনিধি মেরিনা লাভলী প্রমুখ পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভায় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখছেন

সিলেট অফিস

বাংলা বর্ষবরণ আয়োজন

নববর্ষ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ উদযাপন উপলক্ষে ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে বর্ষবরণ ও পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন ও পরিদর্শন) মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ও পরিচালক (ব্যাংকিং) আব্দুস সালাম মাহমুদ। অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে এ আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পিঠা উৎসবের মাধ্যমে বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নেয়া হয়।

চট্টগ্রাম অফিস

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঝুঁকিসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন, প্রশমন এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাইলটিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৫-৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অফিসে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পাইলটিং সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ পাইলটিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রণীত খসড়া নীতিমালা, Template ও Tools এর কার্যকারিতা যাচাই করা এবং প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা।

পাইলটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

এই কার্যক্রমে বিভিন্ন সেশন ও ইন্টার-অ্যাকটিভ আলোচনার মাধ্যমে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন, প্রশমন এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কর্মকর্তাদেরকে ব্যবহারিক ধারণা প্রদান করা হয়। এই পাইলটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকির উৎস, প্রভাব এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন, যা ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী Risk culture গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মকবুল হোসেন, পরিচালক (এফইপিডি ও এসএমই) মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক স্বরূপ কুমার চৌধুরী, মোঃ নুরুল আলম, ইয়াসমিন রহমান বুলা এবং এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পরিচালক এ.কে.এম. রমিজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রাম অফিসের রিস্ক ফোকাল পার্সন অতিরিক্ত পরিচালক ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী এবং অ্যাসোসিয়েট রিস্ক ফোকাল পার্সন অনির্বাণ চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও বার্ষিক মিলাদ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে বার্ষিক মিলাদ ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ এপ্রিল ২০২৬ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের পরিচালক স্বরূপ কুমার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ রেয়াজ উদ্দিন, খুরশিদা জাহান সোমা এবং শান্তনু নাথ শাওন উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মোস্তফা হাসান মজুমদার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি, সম্মানিত ও বিশেষ অতিথি, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রাথমিক শাখার ইনচার্জ ও অন্যান্য সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা ও দোয়াশেষে প্রধান অতিথি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উপহার ও প্রবেশপত্র তুলে দেন। এছাড়া তিনি জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ এ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত ১৮ জন শিক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট তুলে দেন। তাছাড়া পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ

রাজশাহী অফিস

নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অফিসের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ৪ মার্চ ২০২৬ তারিখে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রথীন কুমার পাল, কানিজ ফাতেমা ও মোঃ নাজিম উদ্দিনসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) বলেন, কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের ফলে কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে। এ উদ্যোগের ফলে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কাজের প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এসময় উপস্থিত শিশুদের মাঝে ফুল ও চকোলেট বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ও অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বরিশাল অফিস

বদলি উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুমের প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে অফিসের সম্মেলন কক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক মোঃ আবুল বসারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বনিক।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বরিশালের সভাপতি মোঃ মাহমুদুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বনিক পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালককে একজন দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকার হিসেবে অভিহিত করেন। সেসাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পলিসি প্রণয়নে তিনি কার্যকর ভূমিকা রাখবেন বলে মন্তব্য করেন।

বিদায়ী অতিথির বক্তব্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম বরিশাল

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা, সম্মাননা স্মারক ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন

অফিসের সুন্দর কর্মপরিবেশ ও সকলের আতিথেয়তার প্রশংসা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে পরিচালক মোঃ আবুল বসার বিদায়ী অতিথির পরবর্তী কর্মজীবনের সফলতা কামনা করেন।

পরিশেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।

বদলি উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মধুসূদন বনিকের প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অফিসের সম্মেলন কক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক মোঃ আবুল বসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিদর্শন) মোঃ হাফিজুর রহমান।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বরিশালের সভাপতি মোঃ মাহমুদুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জহিরুল ইসলাম।

বিদায়ী অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক জনাব মধুসূদন বনিক বরিশাল অফিসের সুন্দর কর্মপরিবেশ ও সকলের আতিথেয়তা স্মরণে থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা, সম্মাননা স্মারক ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন

সভাপতির বক্তব্যে পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আবুল বসার বিদায়ী অতিথির পরবর্তী কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করেন।

পরিশেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।

খুলনা অফিস

নতুন বই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ লাইব্রেরির জন্য ক্রয়কৃত নতুন বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নতুন বইয়ের উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক এস,এম, কামালুজ্জামান কামাল, মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা, এবং মোঃ মুজিবুর রহমান। এছাড়া অতিরিক্ত পরিচালক কাজী মাসুম পারভেজসহ এ অফিসের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লাইব্রেরির সংগ্রহে অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও সাহিত্য বিষয়ক ৭৭টি একক টাইটেলের ১১৭টি বই যুক্ত হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লাইব্রেরিতে কর্মরত উপসহকারী পরিচালক মৃদুল কুণ্ডু।

এছাড়াও ৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে খুলনা অফিসে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধার্থে একটি স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ রুকনুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক এস,এম, কামালুজ্জামান কামাল, মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা, এবং মোঃ মুজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মানি মার্কেটে লেনদেনভিত্তিক রেফারেন্স রেট যুগে বাংলাদেশ

ইস্তেকমাল হোসেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দেশের ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের মানি মার্কেট সেগমেন্টে স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডলারভিত্তিক ডেরিভেটিভস ও ঋণের বেঞ্চমার্ক সুদহার Secured Overnight Financing Rate (SOFR)-এর আদলে প্রকৃত লেনদেনভিত্তিক মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট প্রবর্তন করেছে। এ উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত DIBOR-এর সীমাবদ্ধতা দূর করে বাজারভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য বেঞ্চমার্ক সুদহার প্রতিষ্ঠা করা। ১৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রতি কার্যদিবসে মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট হিসেবে Bangladesh Overnight Financing Rate (BOFR) ও Dhaka Overnight Money Market Rate (DOMMR) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বাজার অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত লেনদেনভিত্তিক রেফারেন্স রেট দু'টি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে সুদহারের একটি নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। রেট দুটি বাজারের প্রত্যাশা ও প্রকৃত লেনদেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় মানি মার্কেটে স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা ও আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, রেট দু'টি প্রকাশের পূর্বে একদিন মেয়াদি আন্তঃব্যাংক রেপো লেনদেনের ভারিত গড় হার অনেক সময় কলমানি লেনদেনের ভারিত গড় হারের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি থাকত। তবে BOFR ও DOMMR প্রকাশের পর বাজারে তুলনামূলকভাবে অধিক শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দেশে বিভিন্ন ধরনের ঋণচুক্তি, বন্ড, ফ্লোটিং রেটভিত্তিক প্রোডাক্ট (যেমন-ডেরিভেটিভস) ও অন্যান্য আর্থিক চুক্তিতে সুদের হার নির্ধারণে প্রাথমিক নির্দেশক (Price Indicator) হিসেবে ব্যবহার উপযোগী, নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য বেঞ্চমার্ক রেটের চাহিদা দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) কর্তৃক ২০১০ সাল থেকে অফার ভিত্তিক ঢাকা ইন্টারব্যাংক অফার রেট (DIBOR) প্রকাশিত হয়। কিন্তু DIBOR-এর রেটসমূহ সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক প্রদত্ত অফার রেটের ভিত্তিতে হিসাব করে প্রকাশ করা হয়। ফলে এসব রেটে বাজারের প্রকৃত অবস্থা সবসময় প্রতিফলিত হয় না। এছাড়া, এই তথ্যগুলো প্রতিদিনই সদস্য প্রতিষ্ঠানদের পৃথকভাবে অফার বা ঘোষণা করতে হয়, যা অনেক ব্যাংক নিয়মিত ও যথাযথভাবে অনুসরণ করে না। বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যাংকই DIBOR-এর জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে BAFEDA-এর সিস্টেমে তথ্য প্রদান করে না এবং DIBOR-এর মাধ্যমে অধিকাংশ সময়ে মানি মার্কেটের প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে না। ফলে DIBOR স্টেকহোল্ডাগণের মাঝে নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য বেঞ্চমার্ক রেটের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এসব সীমাবদ্ধতা দূর করতেই বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের অটোমেটেড সিস্টেম থেকে সৃষ্ট প্রকৃত লেনদেনভিত্তিক এই মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

দেশের মানি মার্কেটে বাস্তব পরিস্থিতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে প্রকৃত আন্তঃব্যাংক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে দুটি বেঞ্চমার্ক রেট নির্ধারণপূর্বক প্রকাশ করা হচ্ছে-(১) রিস্ক ফ্রি মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট হিসেবে Bangladesh Overnight Financing Rate (BOFR) এবং (২) আনসিকিউরড মানি মার্কেট রেফারেন্স রেট হিসেবে Dhaka Overnight Money Market Rate (DOMMR)। ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের Financial Market Infrastructure (FMI) প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত আন্তঃব্যাংক রেপো (রিস্ক ফ্রি) লেনদেনের ডাটার ভিত্তিতে Bangladesh Overnight Financing Rate (BOFR) এবং ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের Electronic Dealing Sztem for Interbank Money Market (EDSMoney) প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত আন্তঃব্যাংক (আনসিকিউরড) লেনদেনের ডাটার ভিত্তিতে Dhaka Overnight Money Market Rate (DOMMR) স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাবায়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে ওভারনাইট ও এক সপ্তাহ মেয়াদি BOFR এবং ওভারনাইট, এক সপ্তাহ, এক মাস ও তিন মাস মেয়াদি DOMMR

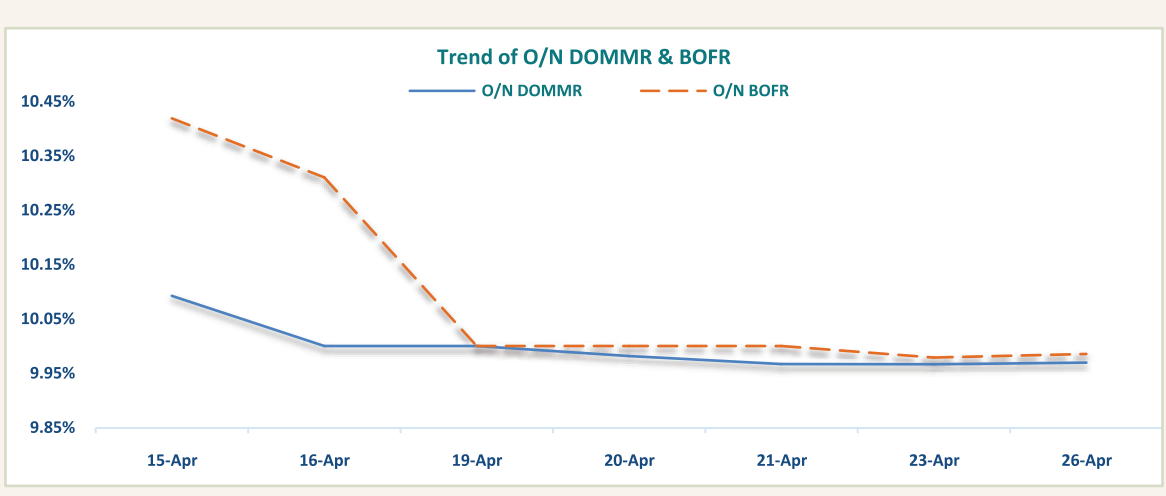

প্রকাশ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মেয়াদের লেনদেনসমূহের সুদের হার ও লেনদেনের পরিমাণের ভিত্তিতে লেনদেনের পরিমাণভিত্তিক গড় (Volume-weighted mean) নির্ণয় করে উক্ত রেটসমূহ নির্ধারণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমধর্মী (Outlier) লেনদেনের প্রভাব কমানোর জন্য উপযুক্ত পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে বাজারের লেনদেনের প্রকৃত চিত্র আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ওভারনাইট BOFR নির্ধারণে হিসাবায়ন তারিখের পূর্ববর্তী তিন কর্মদিবসে সংঘটিত সকল ওভারনাইট আন্তঃব্যাংক রেপো লেনদেনের তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। যেখানে ন্যূনতম দশটি লেনদেন থাকার শর্ত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে এক সপ্তাহ মেয়াদি BOFR হিসাবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তিন কর্মদিবসে সংঘটিত ৫-৭ দিন মেয়াদি সকল আন্তঃব্যাংক রেপো লেনদেনের তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও ন্যূনতম পাঁচটি লেনদেন থাকার শর্ত রাখা হয়েছে।

ওভারনাইট DOMMR নির্ধারণে হিসাবায়ন তারিখের পূর্ববর্তী কর্মদিবসের সকল ওভারনাইট আন্তঃব্যাংক (কলমানি) লেনদেনের তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়। যেখানে ন্যূনতম দশটি লেনদেন থাকার শর্ত রাখা হয়েছে। অপরদিকে এক সপ্তাহ মেয়াদি DOMMR হিসাবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সাত কর্মদিবসে সংঘটিত ৫-৯ দিন মেয়াদি সকল আন্তঃব্যাংক লেনদেনের তথ্য, এক মাস মেয়াদি DOMMR হিসাবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সাত কর্মদিবসে সংঘটিত ২৫-৩৫ দিন মেয়াদি সকল আন্তঃব্যাংক লেনদেনের তথ্য এবং তিন মাস মেয়াদি DOMMR হিসাবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সাত কর্মদিবসে সংঘটিত ৮০-১০৫ দিন মেয়াদি সকল আন্তঃব্যাংক লেনদেনের তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়। যেখানে এক সপ্তাহ, এক মাস ও তিন মাস প্রতিটি ক্ষেত্রেই ন্যূনতম পাঁচটি লেনদেন থাকার শর্ত রাখা হয়েছে।

BOFR ও DOMMR উভয় রেফারেন্স রেট নির্ধারণে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লেনদেন সংখ্যা পূরণ না হলে রোলিং উইন্ডো পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমে সর্বশেষ কর্মদিবসের তথ্য নেওয়া হচ্ছে। যদি তাতে শর্ত পূরণ না হয়, তাহলে তার আগের কর্মদিবসের তথ্য যোগ করা হচ্ছে। এভাবে ধাপে ধাপে আরও আগের কর্মদিবসের তথ্য যুক্ত করে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লেনদেন সংখ্যা পূরণ করা হবে। এতে বাজারের বাস্তব চিত্রের কাছাকাছি একটি গ্রহণযোগ্য হার নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। একই সঙ্গে এ রেটসমূহের স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও হিসাবায়ন পদ্ধতি বাজার বাস্তবতার প্রয়োজনে পুনর্মূল্যায়ন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আনুষ্ঠানিকভাবে BOFR ও DOMMR প্রকাশের ফলে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ দিনের শুরুতেই প্রতিদিনের বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য একটি নির্দেশক রেট পাচ্ছেন এবং বিভিন্ন আর্থিক চুক্তি, প্রোডাক্টের মূল্যায়ন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তা ব্যবহার করতে পারছেন। প্রাথমিক বাজার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, প্রকৃত লেনদেনভিত্তিক এ রেফারেন্স রেটসমূহ বাংলাদেশের মানি মার্কেটে একটি নির্ভরযোগ্য বেঞ্চমার্ক রেট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, কারণ এগুলো বাজারের প্রত্যাশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাজারের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত করছে। এর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন নতুন মানি মার্কেট প্রোডাক্ট উদ্ভাবনে উৎসাহিত হবে এবং দেশের মানি মার্কেট সম্পর্কে স্বচ্ছ ও ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আধুনিক রেফারেন্স রেট কাঠামো গড়ে ওঠার মাধ্যমে দেশের আর্থিক বাজারের গভীরতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতেও এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

■ *লেখক: পরিচালক, ডিএমডি, প্র.কা*

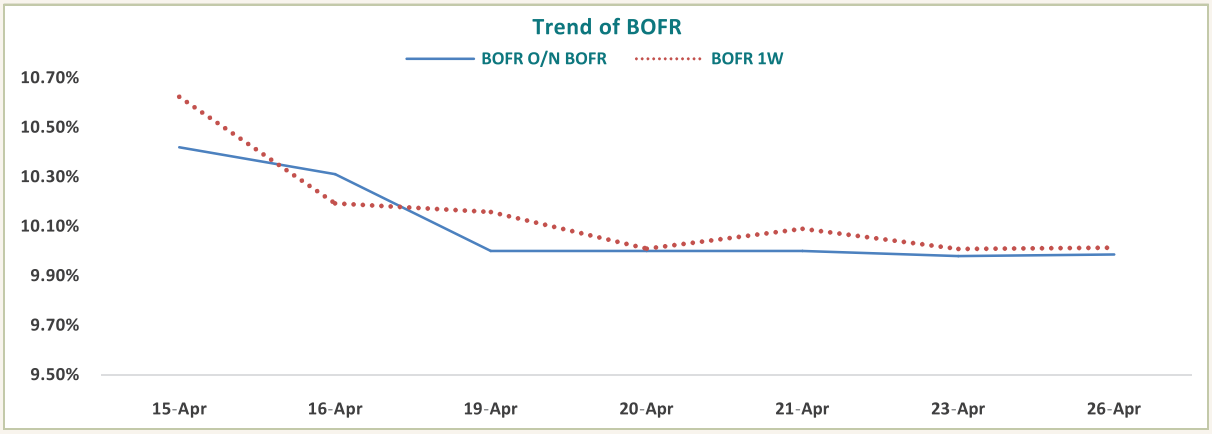

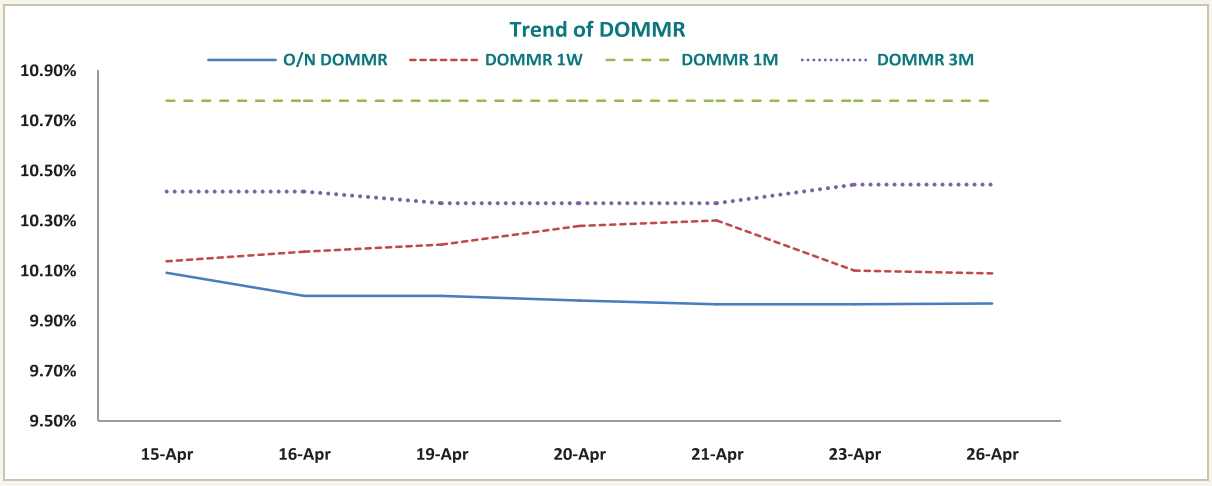

নিবন্ধ

রপ্তানি, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা

ড. জান্নাতুল ফেরদৌস

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় তৈরি পোশাক (RMG) খাত একটি কাঠামোগত রূপান্তরের কেন্দ্রীয় শক্তি। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে রপ্তানিনির্ভর শিল্পায়নের দিকে উত্তরণে এ খাত যে ভূমিকা রেখেছে, তা শুধু প্রবৃদ্ধি পরিসংখ্যান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি রাষ্ট্র, বাজার এবং বৈশ্বিক পুঁজির পারস্পরিক বিন্যাসের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র, যেখানে ক্ষমতার কাঠামো, প্রণোদনা ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা একত্রে কাজ করে।

অতএব, তৈরি পোশাক খাতের সুশাসন প্রশ্নটি কেবল শিল্প নীতি বা শ্রম মানের আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি রাজনৈতিক সমঝোতা, রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা এবং বৈদেশিক খাতের স্থিতিশীলতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি উচ্চ রপ্তানি-ঘনত্ব অর্থনীতিতে সুশাসনের প্রশ্ন সরাসরি সামষ্টিক আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়।

উন্নয়ন রাষ্ট্র, রাজনৈতিক সমঝোতা ও প্রাতিষ্ঠানিক গভীরতা

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান কাঠামো বিশ্লেষণ করলে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়–উচ্চমাত্রার রপ্তানি ঘনত্ব এবং সেই রপ্তানির ভিতরে তৈরি পোশাক খাতের আধিপত্য। প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান এবং নারীর শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তি–সব ক্ষেত্রেই এ খাত একটি রূপান্তরমূলক ভূমিকা পালন করছে।

তবে অর্থনৈতিক কাঠামোর এই কেন্দ্রীভবন একই সঙ্গে একটি অন্তর্নিহিত ভঙ্গুরতাও সৃষ্টি করে। যখন একটি অর্থনীতি সীমিত সংখ্যক খাতের ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন বহিরাগত আঘাত–বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের কঠোরতা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কিংবা বৈশ্বিক মন্দা–তাৎক্ষণিকভাবে সামষ্টিক স্থিতিশীলতায় প্রভাব ফেলতে পারে। এই বাস্তবতায় তৈরি পোশাক খাতের প্রশ্ন আর কেবল শিল্পনীতির প্রশ্ন থাকে না; বরং তা রপ্তানি কাঠামো, বৈদেশিক খাতের স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি প্রোফাইলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

এখানেই একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়– এই খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সুশাসন ব্যবস্থা এবং নীতিগত অভিযোজন কতটা কাঠামোগতভাবে টেকসই?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের অর্থনীতিকে কেবল বাজার-দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে–যেখানে ক্ষমতার ভারসাম্য, প্রণোদনা কাঠামো এবং রাষ্ট্র-শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের গতিপথ নির্ধারণ করে।

Political Settlement Theory অনুসারে, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষমতাধর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এক প্রকার স্থিতিশীল সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই সমঝোতা যদি প্রবৃদ্ধি-সহায়ক হয়, তবে প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক গভীরতা অর্জন করে; আর যদি তা কেবল স্বল্পমেয়াদি সম্পদ বণ্টন বা ভাড়া-উপার্জন (rent distribution) কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর হলেও নীতিগতভাবে ভঙ্গুর থেকে যায়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হওয়ায় এটি রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে অবস্থান করে। এই অগ্রাধিকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে একটি কাঠামোগত দ্বৈততা সৃষ্টি করেছে–প্রবৃদ্ধি রক্ষা বনাম প্রাতিষ্ঠানিক কঠোরতা। যখন আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পায়–যেমন শ্রম নিরাপত্তা বা পরিবেশ মান নিয়ে–তখন সংস্কার ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু এই সংস্কার অনেক সময় কাঠামোগত প্রণোদনা পরিবর্তনের বদলে পরিস্থিতিনির্ভর অভিযোজন হিসেবে দেখা যায়। ফলে প্রশ্ন ওঠে: সুশাসন কি অন্তর্নিহিত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ফল, নাকি বহিরাগত চাপনির্ভর অভিযোজন?

এই প্রশ্নের উত্তর সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক গভীরতা ছাড়া রপ্তানি স্থিতিশীলতা দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করা কঠিন।

বৈশ্বিক পুঁজিবাদ, সরবরাহ শৃঙ্খল ও নির্ভরতা কাঠামো

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের নিম্ন-প্রান্তে অবস্থান করে, যেখানে উৎপাদন দক্ষতা থাকলেও ব্র্যান্ড, নকশা এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ থাকে বহুজাতিক ক্রেতাদের হাতে। এই কাঠামোতে লাভের একটি বড় অংশ চেইনের উচ্চ প্রান্তে সঞ্চিত হয়, আর উৎপাদনকারী দেশগুলো মূলত মূল্য সংযোজনের সীমিত অংশ পায়।

ভূ-রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস–যেমন যুক্তরাষ্ট্র-চীন প্রতিযোগিতা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য শর্ত এবং কার্বন-নির্ভর বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা–এই কাঠামোকে আরও জটিল করে তুলছে। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা এখন কেবল নিম্ন ব্যয়ের ভিত্তিতে নয়, বরং সরবরাহ শৃঙ্খলের ঝুঁকি বৈচিত্র্যকরণ ও ESG (Environmental, Social, and Governance) মানদণ্ডের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে সুশাসন একটি প্রতিযোগিতামূলক উপাদানই নয়; বরং এটি ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণের একটি মাধ্যম। প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা আন্তর্জাতিক আস্থার পূর্বশর্ত হয়ে উঠেছে।

রপ্তানি ঘনত্ব ও ম্যাক্রো-ফাইন্যান্সিয়াল ঝুঁকি সংক্রমণ

বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামো অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত। এই ঘনত্ব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে একটি কাঠামোগত ঝুঁকিও তৈরি করেছে। বহিরাগত আঘাত–যেমন প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের বাণিজ্য সুবিধা প্রত্যাহার, মানদণ্ডের কঠোরতা বৃদ্ধি, বা বৈশ্বিক মন্দা–রপ্তানি আয়ে দ্রুত প্রভাব ফেলতে পারে।

এই প্রভাব বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থায় সংক্রমিত হতে পারে:

- রপ্তানি আয় কমে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব দেখা দিতে পারে।
- বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ কমে গেলে মুদ্রার বিনিময় হার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- রপ্তানি আয়ের হ্রাস চলতি হিসাব ঘাটতি বাড়াতে পারে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর চাপ সৃষ্টি করে।
- যেহেতু ব্যাংকিং খাত তৈরি পোশাক শিল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে এক্সপোজড–ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ও রপ্তানি অর্থায়নের মাধ্যমে–তাই রপ্তানি আয়ের ধস ব্যাংকিং খাতে দ্রুত ঋণ ঝুঁকি এবং দেউলিয়াপন বাড়াতে পারে।

সারসংক্ষেপে, উচ্চমাত্রার রপ্তানি ঘনত্ব যদিও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, তবুও এটি আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি কাঠামোগত ঝুঁকি সৃষ্টি করে, যা বহিরাগত শকগুলোর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত পর্যন্ত দ্রুত সংক্রমিত হতে পারে।

পাবলিক-প্রাইভেট কো-গভর্ন্যান্স: প্রণোদনা পুনর্গঠন

তাত্ত্বিকভাবে, উন্নয়ন রাষ্ট্রের সফলতা মূলত embedded autonomy -এর ওপর নির্ভর করে। এমন এক সম্পর্ক যেখানে রাষ্ট্র নীতিগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখে শিল্পখাতের সঙ্গে কৌশলগত সমন্বয় করতে সক্ষম হয়। এই কাঠামো রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়। এটি একটি সক্রিয় নীতি নির্ধারক ও সমন্বয়কারী হিসেবে স্থাপন করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে, কো-গভর্ন্যান্স কাঠামোকে শক্তিশালী করা অতীব জরুরি। এটি শুধুমাত্র শিল্পখাতের উৎপাদন ও

রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নয়। আর্থিক স্থিতিশীলতা, পরিবেশগত টেকসইতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মধ্যে মূল প্রক্রিয়াগুলো হতে পারে:

- **সুশাসনকে প্রতিযোগিতামূলক সম্পদে রূপান্তর**
  কেবল বিধি ও নিয়মের বাধ্যবাধকতা নয়, সুশাসনকে এমন একটি প্রণোদনা হিসেবে রূপান্তর করা যায় যা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন বা শ্রমিক সুরক্ষা মানদণ্ড পূরণকারী প্রতিষ্ঠান সহজ ঋণ, কর অবকাশ বা আন্তর্জাতিক মার্কেটে ব্র্যান্ড সুবিধা পেতে পারে।
- **দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন**
  সরকার ও ব্যাংকিং খাত একত্রে এমন আর্থিক প্রণোদনা দিতে পারে যা কারখানাকে অটোমেশন, ডিজিটালাইজেশন ও সবুজ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। এটি শুধু উৎপাদনশীলতা বাড়াবে না, বরং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণে সহায়ক হবে।
- **ঝুঁকি-সংবেদনশীল ঋণ মূল্যায়ন**
  আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রপ্তানি খাতের প্রকল্পগুলোর ঝুঁকি-প্রোফাইল বিশ্লেষণ করে ঋণ প্রদানে উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ESG (Environmental, Social, Governance) সংক্রান্ত সূচকগুলোকে ঋণ অনুমোদনের মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে, যা সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিকে আর্থিক ঝুঁকিতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবে।
- **সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বচ্ছতা ও ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি**
  সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থা অপরিহার্য। এটি কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের তথ্য নিশ্চিত করে এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
- **আর্থিক খাতের রূপান্তরমূলক ভূমিকা**
  ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র ঋণদাতা হিসেবে নয়, কো-গভর্ন্যান্সের অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ESG-সংযুক্ত ঋণ কাঠামো ও সবুজ অর্থায়ন সুশাসনকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করতে পারে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।
- **প্রণোদনার বহুমাত্রিক রূপ**
  - ❑ কর সুবিধা ও ঋণ সংক্রান্ত প্রণোদনা
  - ❑ আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডিং ও মানদণ্ড অর্জনের সহজলভ্যতা
  - ❑ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি
  - ❑ সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতার জন্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা

সারসংক্ষেপে, পাবলিক-প্রাইভেট কো-গভর্ন্যান্সের এই কাঠামো শুধু রপ্তানি বৃদ্ধিই নিশ্চিত করবে না, আর্থিক খাতকে একটি রূপান্তরমূলক প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত করবে, যা শিল্পখাতকে টেকসই, প্রতিযোগিতামূলক এবং বৈশ্বিকভাবে মানসম্মত করার জন্য প্রণোদনা প্রদান করবে।

এলডিসি উত্তরণ ও প্রতিযোগিতার পুনর্নির্মাণ

এলডিসি (Least Developed Country) থেকে উত্তরণের পর, বাংলাদেশ রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রধান শুল্ক সুবিধা হারাবে। এর অর্থ, পূর্বের মতো নিম্ন ব্যয়-নির্ভর প্রতিযোগিতা আর পর্যাপ্ত থাকবে না। অর্থাৎ শুধু সস্তা শ্রম ও উৎপাদন খরচ কমিয়ে প্রতিযোগিতা চালানো এখন যথেষ্ট হবে না।

এ পরিস্থিতিতে টেকসই প্রতিযোগিতা এবং বাজারে দৃষ্টিগ্রাহ্য অবস্থান নিশ্চিত করতে নতুন রূপান্তর প্রয়োজন, যা তিনটি মূল দিকের ওপর নির্ভর করবে:

- আধুনিক প্রযুক্তি, অটোমেশন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। প্রযুক্তিগত দক্ষতা: ডিজিটালাইজেশন, ডিজাইন উন্নয়ন, এবং নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা।
- ব্র্যান্ডভিত্তিক কৌশল: আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডের মান, টেকসই উৎপাদন ও সামাজিক দায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে উচ্চমূল্যের পণ্য বিক্রি। এ ধরনের রূপান্তর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উদ্যোগে সীমাবদ্ধ নয়; রাজনৈতিক সমঝোতাকেও পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। এখানে লক্ষ্য থাকবে:
  - স্বল্পমেয়াদি ব্যয়-সাশ্রয় নয়, বরং
  - দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক গভীরতা এবং কাঠামোগত শক্তি বৃদ্ধি।

এর অর্থ, নীতিনির্ধারক ও শিল্পখাতের মধ্যে এমন সমন্বয় তৈরি করা, যা:

- স্থিতিশীল নীতি ও প্রণোদনা নিশ্চিত করে
- শিল্পখাতকে প্রযুক্তিগত এবং ব্র্যান্ডভিত্তিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে
- বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম

সংক্ষেপে, এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশের জন্য নতুন প্রতিযোগিতা কৌশল হবে প্রযুক্তি ও ব্র্যান্ডের সমন্বয়, দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

উপসংহার: সুশাসন একটি কৌশলগত স্থিতিশীলতা কাঠামো

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এখন এক সন্ধিক্ষণে। এটি কেবল প্রবৃদ্ধির প্রশ্ন নয়; বরং উন্নয়ন রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিপক্বতার প্রশ্ন। রাজনৈতিক অর্থনীতি, ভূ-রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাদী কাঠামোর আলোকে সুশাসনকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।

যদি সুশাসন প্রণোদনাভিত্তিক কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা কেবল রপ্তানি স্থিতিশীলতাই নয়–বরং সামষ্টিক আর্থিক সহনশীলতার একটি স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে–প্রবৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক গভীরতা এবং ভূ-রাজনৈতিক অভিযোজনের এই ত্রিমাত্রিক ভারসাম্য কত দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার ওপর।

■ *লেখক: অতিরিক্ত পরিচালক, ডিসিএম, প্র.কা*

বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তানেরা

মেডিক্যাল পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন (ডিপ্লোমা) ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল: জাতীয় মেধা তালিকায় ২য় স্থান অর্জন

আফসানা রহমান
ডারমাটোলজি অ্যান্ড ভেনেরিয়োরজি (ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন)
বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি)

মাতা: রাশিদা বেগম
পিতা: মোঃ আতিকুর রহমান
(পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ,
মতিঝিল অফিস)

২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত ৮ম শ্রেণির জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্ত

রাইয়ান হোসেন রুমী
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

মাতা: রেহেনা পারভিন
পিতা: মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন
(অতিরিক্ত পরিচালক,
সিআইবি, প্র.কা)

পরাজিত পুরো একটা জীবন- তুমি আমার

মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ চৌধুরী

তুমি আমার পৃথিবী নও, নক্ষত্র সম্ভার
তুমি আমার ফুল, আমার কবিতা
আমার গভীর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে অস্থির হয়ে ওঠা ঘামসমূহ।
তুমি সাত রাস্তার মোড়ের বিশাল প্রাফিতি
মৌন মিছিল, প্রতিবাদি কোরাস।
আমার চশমার লেন্স, হাতের সমস্ত স্পর্শ।
তুমি আমার ভুল গানের অন্তরা, আমার ভয়, আমার দুঃসাহস
তুমি আমার পাপ-পূন্যের বিশাল কর্মযজ্ঞ।
তুমি আমার আকাশ নও, মহাশূন্য
অগণিত বাকি পড়া বেহিসেবি মনের হালখাতা।
তুমি আমার কর্ণিয়া নও, দৃষ্টি।
তুমি আমার মানুষ হয়ে জন্ম নেয়া, অতঃপর এক জীবন মানুষই থেকে যাওয়া।
তুমি আমার নাম, ধাম, গ্রাম আর প্রাত্যহিক অভ্যাস।
নাটোরের সমস্ত রমণী তুমি কিংবা কর্ণফুলীর জলে আমার ডুব সাঁতার।
কবিতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তুমি আমার স্বাধীনতার ঘোষণা।
তুমি আমার রাত-দিন নও, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।
তুমি আমার পারস্য কিংবা ফারাওদের শুদ্ধতম রমণী
তুমি আমার ভুল, স্বর্গচ্যুত রজনীর একমাত্র সঙ্গী।
তুমি আমার নন্দনকানন, মাতেয়ারা ঘ্রাণ কিংবা সঙ্গম।
আমার অবিশ্বাস, ঘৃণা, অপারগতা
তুমি আমার অঞ্জলী নও, দেবী।
তুমি আমার জরা-জীর্ণ, আমার অক্ষমতার বিশাল মানচিত্র
তুমি আমার পক্ষাঘাতে অচল হৃদয়ের বিশেষজ্ঞ।
অবশেষে, তুমি আমার অগোছালো জীবনের এক রিম রাফখাতা ।
তুমি পাড় ভাঙ্গা জলের ঢেউয়ে ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে আমার শেষ প্রশ্বাস
তুমি আমার মৃত্যুর কফিনে অশ্রুর বান, গগন বিদারী আর্ত্মনাদ।
তুমি আমার প্রার্থনা,
পরাজিত পুরো একটা জীবন- তুমি আমার।

কবি: যুগ্ম পরিচালক, চট্টগ্রাম অফিস

বিশ্বাসের স্পর্শ

মোঃ ইমরান উদ্দিন চৌধুরী

নারীকে নিজের করে পাওয়া মানে দখল নয়
এ এক দীর্ঘ উপবাসের পর প্রথম জলের স্বাদ।
চোখ ছুঁয়েই যে পুরুষ বলে প্রেম জিতেছি, সে অন্ধ;
নারীর নীরবতা ছুঁয়েই তবে তার কাঁধ ছুঁতে হয়
শরীর তো বাতাসও ছোঁয়।

নারীকে বুঝতে পারা সাধনার বিষয়,
তার রাগের ভাঁজে যে লুকানো ভয় থাকে
সে ভয়কে জয় না করলে
তার হাসি কখনও নিজের হয় না।

ঠোঁট ছুঁয়ে যে বলে ভালোবাসি, সে অবোধ;
নারীর আস্থা ছুঁয়েই তবে তার কপোল ছুঁতে হয়
শরীরের পিছু তো ছায়াও নেয়।

পুরুষকেও পাওয়া সহজ নয়
তার শক্ত বুকের ভেতরেও কাঁপে অদৃশ্য শিশির।
দেহের উষ্ণতায় যে নারী ভাবে হৃদয় পেয়েছে
সে কেবল আগুন দেখেছে, আলো নয়;

পুরুষের ভাঙাচোরা স্বপ্ন ছুঁয়েই
তবে তার হাত ধরা যায়
শরীর তো পথের ধুলোও মাখে।

ভালোবাসা মানে স্পর্শ নয়
স্পর্শের আগে যে দীর্ঘ বিশ্বাস জন্মায়,
তারই নাম প্রেম।

দুইটি হৃদয় যখন নিঃশব্দে বলে
'তুমি আছো',
তখনই দেহের দরজা খুলে যায় আপনাআপনি।

কারণ শরীর ক্ষণিকের,
হৃদয় চিরকালের।

কবি: সহকারী পরিচালক, এফইপিডি-১, প্র.কা

সিএসডি-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-২ এর অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকৌ:-পুর) কাজী মাহফুজুর রহমান, মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান সরকার, উপপরিচালক (প্রকৌ: তড়িৎ) মোঃ মতিউর রহমান ও অফিসার (প্রকৌ-যান্ত্রিক) মোঃ সেকান্দার আলীর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৪ মে ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (ইঞ্জি:) মোঃ তফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূঁইয়া ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (ইঞ্জি:) সুধাংশু কুমার সরকার ও পরিচালক (ইঞ্জি:) কালিশঙ্কর কর্মকার। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

সিএসডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর অতিরিক্ত পরিচালক অলোক কুমার ঘোষ ও ফোরম্যান মোঃ নুরুল ইসলামের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৮ মে ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক স্বপন কুমার গোস্বামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূঁইয়া ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অবঃ) মোঃ আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ডিবিআই-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ এর অতিরিক্ত পরিচালক এস এম আবদুর রহমানের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৮ মে ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক এ, কে, এম আমিরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক বিষ্ণুপদ কর। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

ইএমডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১ এর অতিরিক্ত পরিচালক এ, কে, এম আব্দুল্লাহিল বাকীর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৮ মে ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক সণিত কুমার আচার্য্যীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোস্তফা আজাদ কামাল ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ গোলাম মোস্তফা-২ ও চঞ্চল কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

সিআইবিতে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক হারুন অর রশীদের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ২৮ মে ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মানসুরা পারভীন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

চিকিৎসা কেন্দ্রে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিফ মেডিকেল অফিসার ড. শেখ রাফিউল্যাহর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার উম্মুল খায়ের ফাতেমা খাইরুন্নেসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ ও পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

গৃহায়ন তহবিল বিভাগে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের গৃহায়ন তহবিল বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক এবিএম রায়হানুল ইসলামের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট ডিভিশন-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট ডিভিশন-২ এর সিনিয়র কেয়ারটেকার মোঃ বাকীবিল্লাহর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে ডিভিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৭ মে ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক সেলিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আলম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ইস্যু বিভাগের পরিচালক মোঃ আব্দুল জলিলের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৩ জুন ২০২৬ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি) মোঃ আমিনুল ইসলাম আকন্দ, পরিচালক জয়দেব চন্দ্র বণিক, সৈয়দা নাসিমা আক্তার ও চীফ মেডিকেল অফিসার ড. শেখ রাফিউল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ইস্যু বিভাগের পরিচালক (ইস্যু) বেবী রানী দের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সি, ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মাহফুজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের ডিপোজিট একাউন্টস বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কমর্চারীর উদ্যোগে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুগ্ম পরিচালক এ.কে.এম মঈনুদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (ব্যাংকিং) মোঃ আকতার উদ্দিন মেহেদী ও পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট ডিভিশন-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট ডিভিশন-২ এর অতিরিক্ত পরিচালক সেলিনা মমতাজের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে ডিভিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ শওকাতুল আলম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

শোকে ও শ্রদ্ধায় মকবুল হোসেন সজল

লিজা ফাহমিদা

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে লিখতে বসলাম সজল ভাই, আপনাকে নিয়ে এভাবে লিখতে হবে কখনও ভাবিনি! বিষাদে ছেঁয়ে আছে চারপাশ।

সহজ দৃষ্টিভঙ্গি, নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হাসিখুশি মানুষ সজল ভাই। বাংলাদেশে ব্যাংকে যোগদানের পরপরই সজল ভাইয়ের সাথে পরিচয়। মানুষের জন্য তার অনুভব ছিলো অন্যরকম, নিরহংকার এবং সদালাপী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সহজভাবে জীবনকে দেখার একটি অসাধারণ গুণ ছিলো। সবসময় বলতেন, আমি গ্রামের ছেলে। অথচ কি আধুনিক এবং ইতিবাচক চিন্তা পোষণ করতেন! দেখা হলেই বলতেন, একটা লেখা দেন। দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে সহকর্মীদের লেখা সংগ্রহ করতেন, তারপর সযতনে সেগুলো সম্পাদনা করে অধিকোষ বার্ষিকীতে প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন। অসংখ্য অনুষ্ঠান আয়োজন এবং পরিচালনা করেছেন তিনি। অধিকোষ লেখক সম্মাননা প্রদান তারই উদ্যোগে শুরু হয়। সজল ভাইয়ের হাত ধরে সাহিত্য সংগঠন অধিকোষের পথচলা ৩৫ বছরের বেশি। দেশ বরেণ্য কত মানুষ অধিকোষের অনুষ্ঠানে এসেছেন! বাংলাদেশ ব্যাংকে অগণিত লেখক তৈরি করেছেন। আমরা সমাজের নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু কাজ করি ক'জন? সজল ভাই বাংলাদেশ ব্যাংকের কমকর্তাদের মননশীলতা, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার একটি চমৎকার, সহজ এবং নান্দনিক ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। সীমিত সামর্থ্য কিন্তু অধিকোষ নিয়ে তার পরিকল্পনা ছিল বিশাল।

> বৈচিত্র্যময় সৃজনশীল কাজের মধ্যে দিয়ে মকবুল হোসেন সজল ভাই তিন দশকেরও বেশি সময় বাংলাদেশ ব্যাংকে অতিবাহিত করেন।

অধিকোষ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের একাধিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কর্মচারী ইউনিয়ন, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব সব জায়গায় সজল ভাই সক্রিয়, স্বতঃস্ফূর্ত। কর্মচারী ইউনিয়ন ও অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হিসেবে চারবার দায়িত্ব পালন করেন। লেখালেখির পাশাপাশি ছবি তুলতে ও ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। সেসাথে সাংগঠনিক কাজের মধ্যে থাকতেন সবসময়। তার লেখা 'আমেরিকার দিনগুলি' ভ্রমণ সাহিত্যে এক অনবদ্য সংযোজন। এছাড়া 'জানালা খুলে দেখি' তার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ।

বৈচিত্র্যময় সৃজনশীল কাজের মধ্যে দিয়ে মকবুল হোসেন সজল ভাই তিন দশকেরও বেশি সময় বাংলাদেশ ব্যাংকে অতিবাহিত করেন। ১৯৮৪ সালের ২৩ আগস্ট তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। কর্মজীবনে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, মতিঝিল অফিস, সদরঘাট অফিসে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সুদীর্ঘ কর্ম জীবন শেষে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যুগ্ম পরিচালক হিসেবে অবসর উত্তর ছুটিতে যান সজল ভাই।

পারিবারিক জীবনে সজল ভাইয়ের সহধর্মিণী রিনা ভাবি, এক পুত্র এবং এক কন্যা। জীবনের যেকোনো টানাপোড়েন সহজভাবে নেয়ার চেষ্টা ছিলো। সবসময় বলতেন, জীবনে যখন যেখানে থাকবেন, আনন্দে থাকবেন!!! চোখ ভিজে ওঠে বারবার, সজল ভাই!! আপনিও যেখানে থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে শান্তিতে রাখুক!

■ *লেখক: পরিচালক (এফএসএসপিডি), প্র.কা এবং সভাপতি, অধিকোষ*

মকবুল হোসেন সজল স্মরণে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক সাহিত্যকর্মীদের সংগঠন অধিকোষের উদ্যোগে সব্যসাচী সংগঠক লেখক ও অধিকোষের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত মকবুল হোসেন সজল স্মরণে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সেনা কল্যাণ ভবন কনফারেন্স রুমে সংগঠনের সভাপতি ও পরিচালক (এফএসএসএসপিডি) লিজা ফাহমিদার সভাপতিত্বে আয়োজিত শোকসভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, তার সমসাময়িক কর্মকর্তা, সহকর্মীবৃন্দ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রয়াত কর্মকর্তার সহকর্মীবৃন্দ

আয়োজনের শুরুতেই প্রয়াত মকবুল হোসেন সজলের জীবন ও কর্মের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও আলোকচিত্র উপস্থাপন করেন অধিকোষের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা। এরপর স্মৃতিচারণ পর্বে অনুভূতি ও আবেগের মিশেলে আলোচনা করেন পরিচালক (এফএসডি) ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় সমিতি লি., ঢাকার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের সাবেক সভাপতি পরিচালক (বিএসডি-৩) আবু হেনা হুমায়ুন কবির লনী, অধিকোষের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইরুল ইসলাম, পরিচালক (পিআরএল) মোঃ আব্দুল জলিল, সাবেক পরিচালক (পরিসংখ্যান) ড. শামীম আরা, সাবেক অতিরিক্ত পরিচালক লায়ন মোঃ আবুল হাশেম, হাসিনা মমতাজ, ফরিদা বেগম, হামিদুল আলম সখা এবং অতিরিক্তি পরিচালক জাবেদ আহমেদ, রাজেশ আচার্য ও সুফিয়া খাতুনসহ অধিকোষ ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ।

পরিশেষে প্রয়াত মকবুল হোসেন স্মরণে সাবেক নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার ও সাবেক উপমহাব্যবস্থাপক রিনা নাসরীন স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদিল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।